দার্শনিক ভাবনার বিশ্লেষণ

সম্পাদনা
সঞ্চালী ব্যানার্জী
মৌমিতা রায়

দার্শনিক ভাবনার বিশ্লেষণ

সম্পাদনা

সঞ্চালী ব্যানার্জী
মৌমিতা রায়

কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌
পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১

Scanned by Easy Scanner

Darshonik Vabnar Bishlashon

Edited by

Sanchali Banerjee

&

Moumita Roy

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০২১

© কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌

প্রকাশক

অরেন্স মহালদার

কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌ (Cognition Publications)

পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১

http://cognitionpublications.com/

E.Mail: cognitionpublications@gmail.com

ফোন: +৯১ ৭০৪৪৭৭২৩৯২

ISBN : 978-93-92205-20-0

মুদ্রক: এস পি কমিউনিকেশনস্‌ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদচিত্রঃ সৈকত মজুমদার

মূল্য: ৩৭৫ টাকা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অনিত্যজ্ঞান: একটি সমীক্ষা
সুনন্দা ঘোষ, প্রাক্তন ছাত্রী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে মোক্ষ: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা
রাসপতি মণ্ডল, সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা ..... পৃষ্ঠা ২৩

তৃতীয় অধ্যায়: অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ও যোগ মতে সাধনা
শ্রীময়ী চক্রবর্তী, প্রাক্তন ছাত্রী, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়: শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকম্: একটি বিশেষ দৃষ্টিতে
সংহিতা মাল, প্রাক্তন ছাত্রী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ৪৯

পঞ্চম অধ্যায়: শিক্ষা সংস্কারের অনন্য ব্যক্তিত্বঃ বিদ্যাসাগর
শ্যামল খাঁ, সহশিক্ষক, মালিরধার জুনিয়ার হাই স্কুল ..... পৃষ্ঠা ৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: রবীন্দ্র মননে মানুষের স্বরূপ
সঞ্চালী ব্যানার্জী, সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, হুগলি ..... পৃষ্ঠা ৬৯

সপ্তম অধ্যায়: গান্ধীর দর্শনে সত্যের স্বরূপ
মিলন নাটুয়া, কুলতলি ডঃ বি. আর. আম্বেদকর কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ..... পৃষ্ঠা ৮০

অষ্টম অধ্যায়: শব্দের অস্পষ্টতা
জেসমিন বেগম, সহকারী অধ্যাপিকা, অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, হুগলী ..... পৃষ্ঠা ৯১

নবম অধ্যায়: স্মৃতির স্বরূপ বিষয়ক কতিপয় দার্শনিক মতবাদ ও তাদের বিশ্লেষণ
জগদীশ দাস, গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ..... পৃষ্ঠা ৯৬

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অনিত্যজ্ঞান: একটি সমীক্ষা
সুনন্দা ঘোষ, প্রাক্তন ছাত্রী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে মোক্ষ: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা
রাসপতি মণ্ডল, সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা ..... পৃষ্ঠা ২৩

তৃতীয় অধ্যায়: অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ও যোগ মতে সাধনা
শ্রীময়ী চক্রবর্তী, প্রাক্তন ছাত্রী, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়: শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকম্: একটি বিশেষ দৃষ্টিতে
সংহিতা মাল, প্রাক্তন ছাত্রী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ৪৯

পঞ্চম অধ্যায়: শিক্ষা সংস্কারের অনন্য ব্যক্তিত্বঃ বিদ্যাসাগর
শ্যামল খাঁ, সহশিক্ষক, মালিরধার জুনিয়ার হাই স্কুল ..... পৃষ্ঠা ৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: রবীন্দ্র মননে মানুষের স্বরূপ
সঞ্চালী ব্যানার্জী, সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, হুগলি ..... পৃষ্ঠা ৬৯

সপ্তম অধ্যায়: গান্ধীর দর্শনে সত্যের স্বরূপ
মিলন নাটুয়া, কুলতলি ডঃ বি. আর. আম্বেদকর কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ..... পৃষ্ঠা ৮০

অষ্টম অধ্যায়: শব্দের অস্পষ্টতা
জেসমিন বেগম, সহকারী অধ্যাপিকা, অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, হুগলী ..... পৃষ্ঠা ৯১

নবম অধ্যায়: স্মৃতির স্বরূপ বিষয়ক কতিপয় দার্শনিক মতবাদ ও তাদের বিশ্লেষণ
জগদীশ দাস, গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ..... পৃষ্ঠা ৯৬

রবীন্দ্র মননে মানুষের স্বরূপ

সঞ্চালী ব্যানার্জী

সারসংক্ষেপ: *সাহিত্যের মত দর্শনের উপজীব্য হল জগৎ ও জীবন। উভয়ের লক্ষ্য অভিন্ন হলেও পদ্ধতিগত ভিন্নতা উভয়কে পৃথক আসন দিয়ে থাকে। অর্থাৎ দর্শনের পদ্ধতি মূলত জগৎ জীবন তথা বিষয়বস্তুর যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং বিচার বিশ্লেষণ। অপরদিকে সাহিত্য প্রধানত নির্ভর করে অনুভব ও হৃদয়াবেগের উপর। একদিকে যুক্তি অন্যদিকে আবেগ। দার্শনিক চিন্তন ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ভূমিকাই প্রাধান্য পায়। আর কবি বা সাহিত্যিকের সৃজনীর মূল অবলম্বন তার হৃদয়। কিন্তু এতটা ভিন্নতা সত্বেও এদের মধ্যে বিশেষ যোগসুত্র বর্তমান। যেখানে দুয়ের সমন্বয় লক্ষণীয়, সেখানে আমরা পাই লুক্রেটিয়াস, রুমী, ওমর খৈয়াম, দান্তে, গ্যেটে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইকবাল এবং রবীন্দ্রনাথের মত কবি দার্শনিককে। মানবতাবাদী কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দর্শনে আমরা পাই হৃদয়াবেগ ও যুক্তি বিচারের অপরোক্ষ অনুভূতি ও ভেদবুদ্ধির একটা সুন্দর সংমিশ্রণ ও সমন্বয়। কবির দার্শনিক চিন্তাধারা মূলত তার কল্পনারই প্রকাশ। তিনি সত্যকে সরাসরি তার কাব্যিক রূপকল্প (poetic images) থেকে উপলব্ধি করেন। কবির দর্শন ভাবনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার প্রবন্ধ, গান, কবিতা, উপন্যাস এবং চিঠিপত্রের মধ্যে। এগুলির প্রতিটি ছত্রে যুক্তিসঞ্জাত অনুভূতিকে উপজীব্য করে মানুষের স্বরূপ সম্পর্কিত তার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সেই চিন্তার দার্শনিক দিকটির প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করব। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের স্বরূপের মর্ম উপলব্ধি করলে স্পষ্টতই প্রকাশিত হয় যে তার স্বরূপের দুটি ঐকান্তিক দিক রয়েছে--একটি নিম্নতর এবং একটি উচ্চতর। এমনকি আত্ম-বিশ্লেষণ থেকেও এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়। অত্যন্ত সাধারণভাবে বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করা যায় যে মানুষ হলো সসীম-অসীম সে তার নিজের মধ্যেই দৈহিক স্বরূপকে আধ্যাত্মিক স্বরূপের মধ্যে সমন্বিত করে।*

মূল শব্দ: সসীম, অসীম, উদ্বৃত্ত, স্বাধীনতা, আনন্দ, আধ্যাত্মিকতা, সৃষ্টি, জীবনদেবতা।

যে সমস্ত চিন্তাবিদ বিংশ শতাব্দীতে তাদের চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতা দ্বারা ভারতীয় সমাজ তথা সংস্কৃতিকে নতুন দিশা দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদেরই একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ।রবীন্দ্রনাথ প্লেটো-অ্যারিস্টোটল কিংবা স্পিনোজা রাসেলের মত যৌক্তিক প্রয়োগ পদ্ধতি দ্বারা তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ করেননি। তবে চিরাচরিত দার্শনিক প্রথা পদ্ধতি অবলম্বন না করলেও সত্যকে বা তত্ত্বকে যখন তিনি তাঁর অন্তর দিয়ে অনুভব করেন এবং কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত করেন তখন তার পরিচয় কাব্য সাহিত্যের মধ্যে দর্শনকে প্রতিফলিত করে।